ছেলেটির স্বদেশ

মাহমুদা রুনু

দিনের যাত্রা শুরু
আযানের ধ্বনিতে,
গৃহস্থালীর যাবতীয় সেরে
ইটের ভাটায় যায় ত্বরিতে ।
এরপর স্কুল । আলের পথ,
খালের পার হোয়ে দৃঢ় মনোরথ ।
স্বপ্নটাকে বুকের খাঁচায় শানিতে ।

একঝাক শকুন সেদিন উড়ছিল
শ্যামল সুন্দর গাঁয়ের আকাশে,
যেদিন -
স্বদেশী শাসক এল হিসেব নিকেষে ।
সে ছিল ভুল সময়ে ভুল জায়গায়
ক্রসফায়ারের সীমানায় ।
মুহূর্তের বেহিসেবী একটি গুলি
ভেদ করে যায়
ছেলেটির বাকী জীবনের ক্যানভাসের রংতুলি ।
নিমেষেই একটি পা জলাঞ্জলী ।
অবিশ্বাস্য কাহিনীর শুরু এখানেই ।
দরিদ্র নিঃসহায়, নির্দোষ এক প্রাণবন্ত
অভাবের প্রভাবে ব্যক্তিত্ব অফুরন্ত
এই যুবকের স্বপ্নের মৃত্যু সেখানেই ।

স্বদেশী শাসক তাকে বন্দী করে
সন্ত্রাসের কলঙ্কে;
নির্দোষ মানুষকে পঙ্গু করে
সাজায় গল্প বিবিধ অঙ্কে ।

ছেলেটির মেধা আছে, মনন আছে, আছে ব্যক্তিত্ব
একপায়ে শির উচু করে দাড়িয়ে
করছে আন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব ।
অন্য পা ধরে আছেন একজন মমতাময়ী,
সমগ্র দেশের যুবক জনতা আর সুশীল মানুষ ।
তার স্বদেশে তাকে হতেই হবে জয়ী ।

রাষ্ট্র খেলে চলেছে রাজনীতি
অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে শীবের গীতি ।
হাহাকার করে সুশীল মানুষ
স্বাধীনতা হয়ে যায় দুর্বোধ্য ফানুস ।

পঙ্গুত্বের অভিশাপ কাঁধে নিয়ে
ছেলেটির একটিমাত্র প্রত্যাশা
শিক্ষিত মানুষ হোয়ে বেচে থাকা
তার স্বদেশে। শ্যামল সুন্দর আশা ।

ছেলেটির স্বদেশ -
দেয়নি মুক্তি দারিদ্রের অভিশাপ হোতে,
দেয়নি আলো দুর্গম পথের অন্ধকার রাতে ।
কেড়ে নিয়েছে সুবিচারের অধিকার
পঙ্গুত্বের বন্দোবস্থ নির্বিকার ।
ছেলেটির স্বদেশ -
এখন ক্র্যাচে ভর করে চলে,
শীবের গীতে রাষ্ট্র আইনের বে-আইনী খেলা খেলে ।
ছেলেটির স্বদেশ -
এখন একটি মানচিত্র শুধু
স্বাধীনতার চেতনা মিলায় সুদুরে ধু ধু ।
ছেলেটির স্বদেশ -
এখন তার অনন্ত বিদ্বেষ ।

(র‍্যাবের গুলিতে পঙ্গু লিমনের জন্য লেখা)
১২ মে ২০১১